প্রথম আলো

ওমরাহ গাইড

ওমরাহ গাইড

স ম্পা দ না
মুফতি শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব
বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি

প্রথম আলো

মুখবন্ধ

প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যান। সেখানে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা ও নতুন পরিবেশে তাঁদের বিভিন্নমুখী সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ওমরাহ পালনের জন্য দরকার যথাযথ প্রস্তুতি ও সঠিক জানাশোনা।

ওমরাহযাত্রীদের এই প্রয়োজন বিবেচনা করে *প্রথম আলো* অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত গাইড তৈরি করেছে। ওমরাহ পালনের নিয়মাবলি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এই গাইডে সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা যাত্রীদের প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সুষ্ঠুভাবে ওমরাহ পালনের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন যদি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সামান্যতম উপকারে আসে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। ওমরাহ পালনের খুঁটিনাটি ও শরিয়াহ নির্দেশিত বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও আলেমদের সহায়তা নেওয়ার জন্য ওমরাহযাত্রীদের প্রতি অনুরোধ রইল।

সবার ওমরাহ পালন সহজ ও কবুল হোক—এই শুভকামনা রইল।

মতিউর রহমান
সম্পাদক, প্রথম আলো

সূচিপত্র

ওমরাহ

৫ | ওমরাহ পালনের আগে
৭ | কোন দোয়া মুখস্থ করবেন
৭ | ওমরাহ
৯ | ওমরাহর ফরজ ওয়াজিব
১১ | মিকাত
১২ | ইহরাম করতে হবে
১৩ | নারীদের ইহরাম
১৪ | নিয়ত
১৫ | তালবিয়া
১৫ | ইহরাম অবস্থায় যা করা যাবে না

মক্কা

১৬ | মসজিদুল হারাম
১৯ | মসজিদুল হারামের কিছু তথ্য
২০ | হারামের কয়েকজন ইমামের নাম
২১ | মক্কায় প্রবেশের পর ওমরাহ করা
২৩ | তাওয়াফ
২৭ | তাওয়াফ শেষে নামাজ
২৮ | জমজমের পানি পান করুন
২৯ | সাঈ বা সাতটি দৌড়
৩১ | মনে রাখবেন
৩১ | মাথার চুল ছাঁটা বা মুণ্ডন করা
৩২ | অসুস্থ ও দুর্বলদের জন্য
৩৩ | কিছু পরামর্শ

মদিনা

৩৬ | মদিনা ও মসজিদে নববি
৩৭ | মসজিদে নববি
৩৭ | মসজিদে নববির কয়েকজন ইমামের নাম
৩৮ | নবীজি (সা.)-এর রওজা মোবারক
৩৯ | সালাম পাঠ করুন
৪০ | ঐতিহাসিক স্থান
৪২ | মসজিদে কুবা
৪৩ | জানাজার নামাজ
৪৫ | ওমরাহর প্রস্তুতি
৪৮ | বায়োমেট্রিক নিবন্ধন

সহজ ওমরাহ

আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি ওমরাহর নিয়ত করেছেন। ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, 'হে আল্লাহ, আমার ওমরাহকে সহজ করুন, কবুল করুন।' দেখবেন, আল্লাহর রহমতে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

ওমরাহ পালনের নিয়ম সম্পর্কে আপনার রয়েছে কৌতূহল, আছে জানার ইচ্ছা। আসুন, আমরা ওমরাহ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এবং এটি পালনের নিয়মগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক ওমরাহ অন্য ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের গুনাহগুলোর কাফফারাস্বরূপ। আর মাবরুর (কবুল) হজের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত। (বুখারি, হাদিস : ১৭৭৩; মুসলিম, হাদিস : ১৩৪৯)

আরেক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'তোমরা বারবার হজ ও ওমরাহ আদায় করো। কেননা, এ দুটি দারিদ্র্য ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে কামারের হাপর লোহা ও সোনা-রুপার ময়লাকে দূর করে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৮১০)

তিনি আরও বলেছেন, নিশ্চয় রমজান মাসের ওমরাহ একটি হজ বা আমার সঙ্গে আদায় করা হজের সমান। (বুখারি, হাদিস : ১৮৬৩)

ওমরাহ পালন করার আগে

ওমরাহ পালন করার কিছু পূর্বশর্ত আছে এবং কিছু বিষয় আপনাকে নিশ্চিত করত হবে। আসুন, আমরা জেনে নিই।

শর্ত : যিনি ওমরাহ করবেন তাঁকে অবশ্যই—

- মুসলমান হতে হবে।
- প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।
- মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে।
- ওমরাহতে যাওয়ার আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে।
- শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে।
- নারীদের সঙ্গে মাহরাম থাকতে হবে। যদিও সৌদি সরকার মাহরামের নিয়মটি সহজ করে দিয়েছে। সহিহ হাদিস ও পবিত্র কোরআনে মাহরামের বিষয়টি স্পষ্ট। মাহরাম আসলে কে, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার ২২ ও ২৩তম আয়াতে বলা আছে। সারসংক্ষেপ হলো, একজন নারীর স্বামী ব্যতীত তাঁর মাহরাম হবে এমন ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্কের কারণে বা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বিবাহ সম্পাদন সম্ভব নয়; যেমন নারীর ভাই, বাবা, ছেলে ইত্যাদি।

সুন্দর আচরণ : ওমরাহ করতে যাওয়ার আগে কিছু জিনিস আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি ওমরাহর উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

তাই আপনার ব্যবহার যাতে আশপাশের লোকদের

সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়। কাউকে কষ্ট দেবেন না; বরং কাউকে কীভাবে উপকার করা যায়, সেটাই চেষ্টা করুন। আপনার মুখে যেন সব সময় ভালো কথা থাকে।

জিকির : ভ্রমণের শুরু থেকেই নিজেকে আল্লাহর জিকিরে মগ্ন রাখুন। তসবিহ পড়ুন, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করুন, আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চান, আল্লাহ খুশি হন, এমন কাজ করুন। ভালো বা মন্দ যা-ই হোক বলুন 'আলহামদুলিল্লাহ'; কোনো কিছুর শুরুতে বলুন 'বিসমিল্লাহ'; কিছু করতে চাইলে 'ইনশাআল্লাহ'; প্রশংসার ক্ষেত্রে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'মাশাআল্লাহ'; কাউকে ধন্যবাদ দিতে 'জাজাকাল্লাহু খাইরান'; হাঁচি দিলে 'আলহামদুলিল্লাহ'; আর তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'; কোনো পাপ থেকে দূরে থাকতে 'আসতাগফিরুল্লাহ' ইত্যাদি।

ধৈর্য : ওমরাহ বা হজের একটা বড় পরীক্ষা হলো ধৈর্য ধারণ করা, রেগে গেলে চলবে না। মনে রাখবেন, ওমরাহর সময় আগে ও পরে এমন অনেক বিষয় আপনাকে দেখতে হবে, যা আপনার ধৈর্য পরীক্ষা করবে। যে এজেন্সি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কথার সঙ্গে হয়তো কাজের মিল খুঁজে না-ও পেতে পারেন। তারা আপনাকে যা বলেছিল, তা হয়তো আপনি পাচ্ছেন না বা পাবেন না, অথবা বিমানভ্রমণে বা ইমিগ্রেশনে অথবা জেদ্দা এয়ারপোর্টের বাইরে আপনাকে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে। কারও সঙ্গে এই সময়

ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন না, চেঁচামেচি করবেন না। মনে করবেন, আল্লাহ আপনার পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং এটা তাঁরই ইচ্ছা; বরং এ সময় বেশি বেশি জিকির করুন।

কোন কোন দোয়া মুখস্থ করবেন

কাবা শরিফের চারদিকে ঘোরাকে বলা হয় তাওয়াফ আর এই তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হয় কাবাঘরের সাতটি চক্করের মাধ্যমে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করাকে বলা হয় সাঈ।

তাওয়াফ বা সাঈর জন্যও কিছু দোয়া আছে। কিন্তু শুরুতেই আপনাকে যেটা মুখস্থ করতে হবে, তার একটি হলো তালবিয়া। তবে এটি শুধু মুখস্থ করলে চলবে না, এগুলোর অর্থও আপনাকে জানতে হবে। তাহলেই আপনার ভেতরে এর অনুভূতিটা আসবে। তালবিয়া কী, তালবিয়ার কথা একটু পরে ওমরাহর ধারাবাহিকতায় আমরা বলব। দোয়াগুলোও যথাস্থানে বলা হবে।

ওমরাহ কাকে বলে

হিল (হারামের সীমানার বাইরে মিকাতের ভেতরের স্থান) থেকে অথবা মিকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা এবং মাথার চুল ফেলে দেওয়া বা ছোট করাকে 'ওমরাহ' বলে।

৯ থেকে ১৩ জিলহজ পর্যন্ত সময় ছাড়া বছরের যেকোনো সময় ওমরাহ পালন করা যায়। হজের এই পাঁচ দিন ওমরাহ করা মাকরুহ। (আল-বাহরুল আমিক, ৪/২০২১)

একনজরে ওমরাহর কার্যক্রম

সূত্র : হজ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব

রাসুলুল্লাহ (সা.) চারবার ওমরাহ করেছেন। প্রথমটি জিলকদ মাসে। এটি হুদাইবিয়ার ওমরাহ নামে পরিচিত। ষষ্ঠ হিজরিতে কাফেরদের প্রতিরোধের কারণে বায়তুল্লাহ শরিফে সে বছর যাওয়া হয়নি। হুদায়বিয়াতেই ইহরাম ত্যাগ করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ওমরাহ পালন করেছেন পরবর্তী বছরে, অর্থাৎ সপ্তম হিজরিতে। এটি কাজা ওমরাহ নামে পরিচিত। তৃতীয়টি ওমরাতুল জিরানা নামে পরিচিত। হুনাইন থেকে ফেরার পথে জিরানা থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন তিনি। চতুর্থটি আদায় করেছেন বিদায় হজের সঙ্গে। (বুখারি, হাদিস : ১৭৭৮-১৭৭৯)

ওমরাহর ফরজ ওয়াজিব

ওমরাহর ফরজ ২টি

১. ইহরাম ২. তাওয়াফ।

ওমরাহর ওয়াজিব ২টি

১. সাঈ ২. হলক বা কসর করা।

ইহরামের ফরজ ২টি

১. নিয়ত করা ২. তালবিয়া পড়া।

ইহরামের ওয়াজিব ২টি

১. মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।
২. নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

তাওয়াফের ফরজ ৩টি

১. নিয়ত করা ২. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা ৩. নিজে তাওয়াফ করা।

তাওয়াফের ওয়াজিব ৬টি : ১. শরীর পবিত্র থাকা। ২. হেঁটে তাওয়াফ করা। ৩. হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। ৪. তাওয়াফের সাত চক্কর পুরো করা। ৫. তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা। ৬. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ পড়া।

তাওয়াফের সুন্নত : ১. হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে তাওয়াফ শুরু করা। ২. প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করা (বীরের মতো হেলেদুলে চলা)। ৩. প্রতি চক্করে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা। ৪. তাওয়াফ ও নামাজ শেষে জমজমের পানি পান করা।

সাঈ মানে সাতটি দৌড়। সাঈ করার সময় সবুজ বাতির নিচে পুরুষেরা দৌড়াবেন। নারীরা স্বাভাবিকভাবে চলবেন। (বাদায়িউস সানায়ে, ২/৪৮০)

সাঈর ওয়াজিব

১. ওজর না থাকলে হেঁটে সাঈ করা।

২. সাত চক্কর পুরো করার পর মাথা মুণ্ডন করা।

ওমরাহর কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, যেমন প্রথমে তাওয়াফ করা, তারপর নামাজ আদায় করা, তারপর জমজমের

পানি পান করা, তারপর সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো), সবশেষে মাথা ন্যাড়া অথবা চুল ছোট করা।

মিকাত

মিকাত হলো সীমা। হজ ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশে মক্কা গমনকারীদের কাবাঘর থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে ইহরাম করতে হয়। এ জায়গাগুলোকে মিকাত বলা হয়। হজের সময় হলো তিনটি মাস—শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ মাস। ওমরাহর সময় হলো বছরের যেকোনো সময়। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৭)

মিকাতের জন্য পাঁচটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে। (বুখারি : ১৫২৪; মুসলিম : ২৬৯৩)

মিকাতের নাম—

১. জুল হুলায়ফা : অন্য নাম আবিয়ারে আলী, মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৪২০ কিলোমিটার। মদিনাবাসী ও যাঁরা এই পথ দিয়ে যাবেন—এই মিকাত তাঁদের জন্য।

২. আল-জুহফাহ : অন্য নাম রাবিগ, মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১৮৬ কিলোমিটার। সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন, মিসর, সুদান, মরক্কো ও আফ্রিকার জন্য।

৩. ইয়ালামলাম : অন্য নাম আস সাদিয়া, মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। নৌপথে ইয়েমেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্য।

৪. কারনুল মানাজিল : অন্য নাম সাইলুল কাবির, মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক ও ইরান এই পথে।
৫. জাতু ইরক : মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার।

যাঁরা মিকাতের সীমানার ভেতরে বসবাস করেন, তাঁদের অবস্থানই হলো তাঁদের মিকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছেন, সেখান থেকেই ওমরাহ বা হজের ইহরাম করবেন। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি ওমরাহ করতে চান, তবে তাঁকে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে, যেমন তানিম বা আয়েশা মসজিদে অথবা অনুরূপ কোথাও গিয়ে ইহরাম করতে হবে। (বুখারি : ১৫২৪)

ইহরাম করতে হবে

ইহরাম হলো একটি সার্বিক অবস্থা। মনে করুন, আপনি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন; ঠিক যেমন মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন বান্দারা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন। আপনি যেন আল্লাহর সামনে দুই টুকরা কাপড় পরে দাঁড়িয়েছেন এবং হাজিরা দিচ্ছেন।

ইহরাম বাঁধার আগেই কিছু কাজ করে নিতে হবে। অনেকেই ইহরাম বলতে সাদা দুটি কাপড়ের টুকরাকে মনে করে থাকেন। আসলে (পুরুষদের জন্য) পরিধানের এই দুটি কাপড় ইহরাম নয়; বরং এটি ইহরামের একটি অংশ, এদের

বলে ‘ইজার’ ও ‘রিদা’। ‘ইজার’ হলো লুঙ্গির মতো একটি সেলাইবিহীন কাপড় আর ‘রিদা’ হলো সেলাইবিহীন চাদর।

ওমরাহ ও হজ করার আগেই ইহরাম বাঁধতে হয়। যেদিন আপনার ফ্লাইট, সেদিন বিমানবন্দরে রওনা দেওয়ার আগে শুধু নিয়ত বাদে বাকি সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। বিশেষ এই কাজগুলো হলো—

- হাত ও পায়ের নখ ছোট করে কেটে ফেলুন।
- অপ্রয়োজনীয় লোম বা চুল পরিষ্কার করে নিন। গোঁফ ছোট করে ছেঁটে নিন।
- অজু ও গোসল করুন।

তারপর রিদা (ওপরের অংশ) ও ইজার (নিচের অংশ) পরিধান করুন।

নারীদের ইহরাম

পুরুষ ও নারীর ইহরামের কাপড়ে একটু ভিন্নতা আছে। নারীদের ইজার ও রিদা পরতে হয় না; বরং নারীরা যেকোনো রঙের বা প্রকারের কাপড় পরতে পারেন। তবে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে কোনোভাবেই যেন এমন ধরনের কাপড় না পরা হয়, যাতে পর্দা নষ্ট হয় বা শরীরের আকৃতি বেরিয়ে আসে। হাদিসে নারীদের মুখ নেকাবে ঢাকতে এবং হাতে মোজা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। পিরিয়ডকালে নারীদেরও ইহরাম ধারণ করতে বলা হয়েছে। তবে এ অবস্থায় তাঁরা যেন কোনো মসজিদে প্রবেশ না করেন।

ঢাকা থেকে মক্কার উদ্দেশে যাঁরা উড়োজাহাজে উঠেছেন, তাঁরা পাইলটের ঘোষণার অপেক্ষা করুন অথবা, মিকাত আসার আগেই ওমরাহর নিয়ত করে নিন। আর যাঁরা মদিনা থেকে মক্কায় আসছেন, তাঁরা ‘জুল হুলায়ফা’ মসজিদে (মিকাত) এসে ইহরাম ধারণ করে ওমরাহর নিয়ত করুন।

নিয়ত

নিয়ত পড়ার বিষয় না, এটি হলো মনের সংকল্প। ঠিক যেমন আমরা নামাজের জন্য নিয়ত করে থাকি। আপনি ওমরাহর নিয়ত করে নিন—**‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা ওমরাতান।’**
অর্থ : ‘হে আল্লাহ, এই যে আমি ওমরাহ করতে হাজির হয়েছি।’ বাংলায়ও বলতে পারেন, ‘হে আল্লাহ, আমি একটি ওমরাহর নিয়ত করলাম, সহজ করুন, কবুল করুন।’

এই নিয়ত যেকোনো ওয়াক্তের নামাজের পর করা ভালো। রাসুল (সা.) জোহরের নামাজের পর নিয়ত করেছিলেন। আপনার ফ্লাইটের সময়ের ওপর ভিত্তি করে নিয়ত করবেন। ইহরাম পরিপূর্ণ করার পর আপনি যেকোনো ওয়াক্তের নামাজ পড়ে নিন বা দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নিন। আপনি যদি উড়োজাহাজে থাকেন, তাহলে নিজের সিটে বসেই দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নিন।

এরপর তালবিয়া পাঠ করতে হবে। যত খুশি ততবার। পুরুষেরা জোর গলায় পড়বেন। আর নারীরা পড়বেন আস্তে আস্তে, যেন নিজে তাঁর পড়ার শব্দ শুনতে পান।

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

‘লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারিকা লাক।’

অর্থ : ‘আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, এই যে আমি। আর তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। সব প্রশংসা ও কর্তৃত্ব শুধু তোমারই আর তোমার কোনো শরিক নেই।’ (বুখারি, হাদিস : ১৫৪৯)

ইহরাম থাকা অবস্থায় যা যা করা যাবে না

ইহরাম থাকা অবস্থায় বেশ কিছু কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজগুলো সম্পাদন করা হয়, সে ক্ষেত্রে আপনাকে ‘দম’ বা পশু কোরবানি দিতে হবে। ইহরামরত অবস্থায় যে কাজগুলো করা যাবে না, সেগুলো হলো—

- চুল বা নখ কাটা।
- সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করা।

- পুরুষেরা সেলাই করা কাপড় পরতে পারবেন না।
- নারীরা মুখ নেকাব দিয়ে ঢাকতে পারবেন না বা হাতে গ্লাভস পরতে পারবেন না।
- পশু শিকার করা যাবে না। মশা, মাছিও মারা যাবে না।
- গাছ বা পাতা ছেঁড়া যাবে না।
- কারও পড়ে যাওয়া জিনিস ওঠানো যাবে না, যদি না ফেরত দেওয়ার জন্য ওঠানো হয়।
- স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা যাবে না।
- কোনো ধরনের খারাপ কাজ করা যাবে না।
- ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

তবে ইহরাম থাকা অবস্থায় কিছু কাজ করা যেতে পারে। যেমন বেল্ট পরা, হিয়ারিং এইড, পাওয়ার চশমা পরা ইত্যাদি। গোসল করা। তবে সাবান হতে হবে গন্ধহীন। ইহরামের কাপড় ধোয়া বা নতুন ইহরামের কাপড় পরা ইত্যাদি।

মসজিদুল হারাম

মক্কা শহরের প্রাণকেন্দ্র হলো মসজিদুল হারাম। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ। পবিত্র কোরআনে আছে, নিশ্চয় মানবজাতির জন্য প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্কায় (মক্কার অপর নাম), তা আশীর্বাদ ও বিশ্বজগতের দিশারি। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৬)

বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বা কাবাকে বায়তুল আতিক

(প্রাচীন ঘর) বলা হয়। আল্লাহ এই ঘরকে অবিশ্বাসীদের থেকে স্বাধীন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ ঘরের স্থানটি পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর স্মরণ করো সেই সময়কে যখন আমি (কাবা) ঘরকে মানুষের মিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল করেছিলাম। (আর আমি বলেছিলাম,) "তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকেই নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ করো।" আর যখন আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি যে 'তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা এটা প্রদক্ষিণ করবে, এখানে বসে ইতিকাফ করবে এবং এখানে রুকু ও সিজদা করবে।' (সুরা বাকারা : আয়াত : ১২৫)

কাবা ও হজের ইতিহাসে রয়েছে ইব্রাহিম (আ.)-এর মহৎ ইসলামি আখ্যান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে নিয়ে মরুময়, পাথুরে ও জনশূন্য মক্কার উপত্যকায় রেখে আসার নির্দেশ দেন, এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। প্রচণ্ড পিপাসার্ত ইসমাইল (আ.), তখন তাঁর মা হাজেরা (আ.) পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। এরপর জিবরাইল (আ.) এসে শিশু ইসমাইল (আ.)-এর জন্য সৃষ্টি করলেন সুপেয় পানির কূপ—জমজম। পরবর্তীকালে আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) দুজনে জমজম কূপের পাশে ইবাদতের লক্ষ্যে কাবার পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে কাবা সংস্কারের সময় জান্নাত থেকে নিয়ে আসা পাথর 'হাজরে আসওয়াদ', যা কাবার কোণে

স্থাপন করেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। কাবার এক পাশে একটি স্থান রয়েছে, যার নাম 'মাকামে ইব্রাহিম'; এখানে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম (আ.) কাবার নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণ করতেন, এখানে একটি পাথরে তাঁর পায়ের ছাপ রয়েছে। কাবাঘরের উত্তর দিকে কাবাসংলগ্ন অর্ধবৃত্তাকার একটি উঁচু দেয়াল আছে, যা কাবাঘরেরই অংশ, যার নাম 'হাতিম' বা 'হিজর'। হাজরে আসওয়াদ ও কাবাঘরের দরজার মাঝখানের স্থানকে 'মুলতাজম' বলা হয়। কাবাঘরকে বৃষ্টি ও ধুলাবালু থেকে রক্ষার জন্য একটি চাদর দিয়ে আবৃত করে রাখা হয়, যাকে 'গিলাফ' বলে।

কাবাঘরের মর্যাদার কারণে এর চারপাশে হারামের সীমানা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার পাহারায় নিয়োজিত আছেন ফেরেশতারা। হারামের সীমানার মধ্যে বরকত, রহমত ও নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। মুসলমানরা কাবাঘরের ইবাদত করেন না; বরং কাবার রবের ইবাদত করেন। কাবা হচ্ছে 'কিবলা', যা মুসলিমদের ইবাদতের দিকনির্ণায়ক।

কাবার উচ্চতা ১৪ মিটার। মুলতাজমের দিকে দৈর্ঘ্য ১২ দশমিক ৮৪ মিটার, হাতিমের দিকে দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ২৮ মিটার, রুকনে ইয়েমেনি ও হাতিমের মাঝখানের দৈর্ঘ্য ১২ দশমিক ১১ মিটার, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনির মাঝখানের দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৫২ মিটার।

মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামাজ আদায় অন্য মসজিদে এক লাখ রাকাত নামাজ আদায়ের সমান সওয়াব। আর মদিনার মসজিদে নববিতে এক রাকাত নামাজ আদায়

অন্য মসজিদে এক হাজার রাকাত নামাজ আদায়ের সমান সওয়াব। (সহিহ মুসলিম : ১৩৯৪)

সম্পূর্ণ মসজিদে এসির ব্যবস্থা আছে। কিং ফাহাদসহ কয়েকটি গেটের দুই পাশের সিঁড়ি দিয়ে মসজিদের নিচে বেজমেন্ট ফ্লোরে যাওয়া যায়, যেখানে নামাজের ব্যবস্থা আছে।

মসজিদুল হারামের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার সময় খেয়াল রাখবেন, গেটের ওপরে 'সবুজ আলো অর্থাৎ প্রবেশ' অথবা 'লাল আলো অর্থাৎ প্রবেশ নয়' লেখা আছে।

মসজিদুল হারামের ভেতরে ও বাইরে

মসজিদের ভেতরে ও বাইরের চত্বরে সব জায়গায় মেঝেতে কাতারের দাগ দেওয়া আছে। নামাজের সময় ওই কাতারের দাগে দাঁড়ালে কিবলামুখী হওয়া হয়ে যায়। মসজিদুল হারামের ভেতরে প্রবেশের জন্য ১০০টির বেশি গেট রয়েছে। মসজিদের ওপরতলায় ওঠার জন্য সিঁড়ি ও এস্কেলেটরের ব্যবস্থা আছে। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে পান করার জন্য জমজমের পানি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

মসজিদের ভেতরে অসংখ্য বুকশেলফ রয়েছে, সেখান থেকে পবিত্র কোরআন নিয়ে তিলাওয়াত করতে পারবেন।

মারওয়া পাহাড়ের পাশে বেজমেন্ট ওয়াশরুমের ছাদের ওপর হারানো ও পাওয়া জিনিসের খোঁজ নেওয়ার অফিস আছে। মসজিদের বাইরে বেশ কিছু লাগেজ লকার পাবেন, যেখানে দামি ও মূল্যবান সামগ্রী রাখতে পারেন। অসুস্থ বা দুর্বলদের জন্য টাকার বিনিময়ে তাওয়াফ ও সাঈ করার জন্য

মসজিদে হুইলচেয়ার, ব্যাটারিচালিত গাড়ি পাওয়া যায়। মসজিদের প্রতিটি গেটে নিরাপত্তাকর্মী থাকেন ও সন্দেহজনক ব্যাগ চেক করেন। তাঁরা সাধারণত বড় ব্যাগ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে দেন না।

মসজিদুল হারামের কয়েকজন ইমামের নাম

১. আবদুর রহমান আল-সুদাইস, ১৯৮৪ সালে ইমাম এবং খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন।
২. সালেহ বিন আবদুল্লাহ আল-হুমাইদ, ১৯৮৪ সালে ইমাম এবং খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন।
৩. ওসামা আবদুল আজিজ আল-খায়য়াত, ১৯৯৮ সালে ইমাম এবং খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন।
৪. মাহের আল-মুআইকলি, ২০০৭ সালে ইমাম এবং ২০১৬ সালে, খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন।
৫. ফয়সাল জামিল গাজ্জাবি, ২০০৮ সালে ইমাম এবং খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন।
৬. আবদুল্লাহ আওয়াদ আল জুহানি, ২০০৭ সালে, ইমাম এবং ২০১৯ সালে, খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন।
৭. বান্দার বালিলাহ, ২০১৩ সালে ইমাম এবং ২০১৯ সালে খতিব হিসেবে নিযুক্ত হন
৮. ইয়াসির আদ-দৌসারি, ২০১৫ সালে তারাবিহর ইমাম এবং ২০২২ সালে খতিব নিযুক্ত হন।
৯. বদর আল তুর্কি, ২০২৪ সালে ইমাম নিযুক্ত হন।
১০. ওয়ালিদ আশ-শামসান, ২০২৪ সালে ইমাম নিযুক্ত হন।

মক্কায় প্রবেশের পর প্রথম আমল ওমরাহ পালন

মক্কায় প্রবেশের পর প্রথম আমল হলো ওমরাহ করা। কিন্তু অনেকেই মক্কায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওমরাহর জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে হোটেল-বিশ্রাম সবকিছু ভুলে যান। সেটি করার প্রয়োজন নেই। তাতে নতুন একটি স্থানে গিয়ে আগে হোটেলে উঠুন, কিছুটা সময় বিশ্রাম নিন, কিছু খাবার খেয়ে নিন। এরপর আপনার এজেন্সির লোকদের সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও জায়গায় মিলিত হয়ে ওমরাহর জন্য রওনা হোন। বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন।

মক্কার হারাম শরিফ অনেক বড়। তাই এখানে হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। হোটেলের আশপাশের কিছু বিশেষ ল্যান্ডমার্ক (যেমন ক্লক টাওয়ার) বা বিল্ডিং চিনে নিন এবং এগুলো মনে রাখুন, ফিরতে সুবিধা হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আপনারা বিমানবন্দর থেকে অথবা হোটেলের আশপাশ থেকে একটি সৌদি সিমকার্ড কিনে নিতে পারেন। সঙ্গে মুঠোফোন থাকলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। হোটেল থেকে ঠিকানাযুক্ত কার্ড নিন; আপনার আইডি কার্ডটিও নিন। এবার এগুলো বেল্টের পকেটে সাবধানতার সঙ্গে সংরক্ষণ করুন।

যদি আপনি হজের সময়ে গিয়ে ওমরাহ করে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন, আইডি কার্ডটি এখন আপনার পাসপোর্ট। কারণ, হজের সময় মক্কায় আপনার পাসপোর্ট কিন্তু জমা নিয়ে নেবে এবং এটি আপনার বাংলাদেশে ফেরার সময় বা এর আগের দিন ফেরত পাবেন। তাই আপনার আইডি কার্ডটি যাতে কোনোভাবে হারিয়ে না যায়। হারিয়ে গেলে অনেক বড়

ঝামেলা পোহাতে হতে পারে।

যাহোক, রওনা হওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন কোন জায়গায় আবার মিলিত হবেন (যদি কেউ হারিয়ে যায়)। ক্লক টাওয়ার বা গেট নম্বর ১ বা কিং আবদুল আজিজ গেট সবার পরিচিত। মসজিদুল হারামে রয়েছে চারটি ফ্লোর—বেজমেন্ট, গ্রাউন্ড, মিডল ও ছাদ। আবার একটি অংশে ওপরে ওঠার জন্য রয়েছে এস্কেলেটর ও এসি (শীতাতপনিয়ন্ত্রিত) এলাকা। মসজিদে ঢোকার সময় সব ব্যাগ চেক হয়। বড় কোনো হাতব্যাগ বা কোনো ধরনের খাবার নিয়ে নিয়ে প্রবেশ করা যায় না। অবশ্য ছোট্ট পানির বোতল নেওয়া যায়, যাতে পরে জমজমের পানি ভরে নিয়ে আসতে পারেন।

তাওয়াফ শুরু হয় হাজরে আসওয়াদ বরাবর থেকে

হাজরে আসওয়াদ বরাবর কোণ থেকে শুরু হয়ে কাবাঘরের পরবর্তী কোণ রুকনে ইরাকি। এরপর যথাক্রমে রুকনে শামি (এই দুই কোণের মাঝামাঝি স্থান মিজাবে রহমত ও হাতিম) ও রুকনে ইয়েমেনি। এটা ঘুরে আবার হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলে তাওয়াফের এক চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে একে একে সাত চক্কর দিতে হয়।

মসজিদুল হারামে ঢোকার আগে প্রথম তাওয়াফে পুরুষদের ইহরামের কাপড় একটু অন্যভাবে পরতে হয়। শুধু ইহরামের ওপরের অংশটি (রিদা) ডান কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে হাতের নিচ থেকে নিয়ে নিতে হবে, এ অবস্থাকে বলা হয় ‘ইজতিবা’।

মসজিদে ঢোকার সময় দোয়া পাঠ করতে হবে

> **‘আল্লাহুম্মাফ্-তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।’**
> অর্থ: ‘হে আল্লাহ, তোমার দয়ার দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দাও।’

এবার তালবিয়া পড়া বন্ধ করুন। এরপর সোজা চলে যান কাবা শরিফের দিকে। এ সময় তাহিয়াতুল মসজিদের দরকার নেই (তাহিয়াতুল মসজিদ হলো, মসজিদে প্রবেশ করামাত্র মসজিদের আদবস্বরূপ ২ রাকাত নামাজ আদায় করা)। বরং এখন প্রথম কাজ হচ্ছে তাওয়াফ সম্পন্ন করা। এরই মধ্যে আপনার চোখের সামনে দেখা যাবে সেই স্বপ্নের কাবাঘর; এটি একটি আবেগঘন মুহূর্ত। এ সময় অশ্রু ধরে রাখা কষ্টকর হবে। প্রথমবার কাবা দেখার পর যে দোয়া মনে আসে, তা-ই করুন।

তাওয়াফ

কাবা শরিফের চারদিকে ঘোরাকে বলা হয় তাওয়াফ। এ তাওয়াফ শেষ করতে হয় কাবাঘরকে সাতটি চক্করের মাধ্যমে, যেটি শুরু হবে হাজরে আসওয়াদ থেকে।

মনে রাখবেন, কাবার রয়েছে চারটি কোনা। প্রথমটি হলো হাজরে আসওয়াদ, দ্বিতীয়টি হলো ইরাকি কোনা, তৃতীয়টি হলো সিরিয়া কোনা আর চতুর্থটি হলো ইয়েমেনি কোনা।

তাওয়াফ শুরু করতে প্রথমেই চলে যান ‘হাজরে

আসওয়াদ’ বরাবর। সহিহ হাদিসে আছে, ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) বেহেশত থেকে এই পাথর পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। সম্ভব হলে কাবার এক কোনায় স্থিত এই হাজরে আসওয়াদকে ডান হাতে ছুঁয়ে তারপর চুমু খেতে হবে; কিন্তু

তাওয়াফের সাত চক্কর

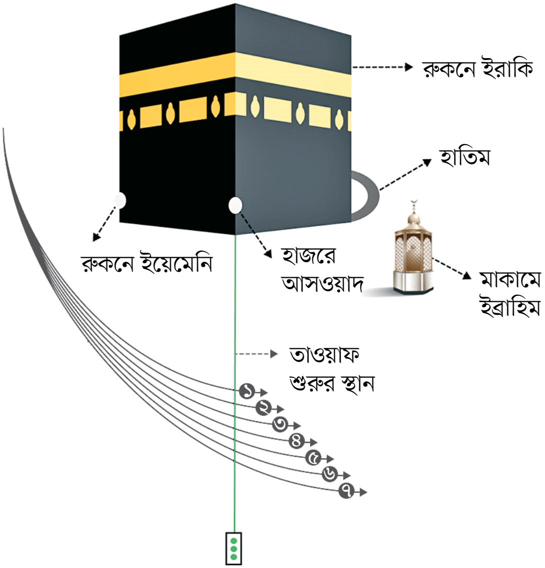

তাওয়াফ শুরু ও শেষের স্থান

প্রচণ্ড ভিড়ে এটা করা সম্ভব হয় না। আর ভিড় ঠেলে এমনটি করার চেষ্টাও করবেন না, এতে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তাই দূর থেকে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, ডান হাত তুলুন এবং ইশারা করে হাতটি হাজরে আসওয়াদের দিকে বাড়ান, তারপর সেই হাতে চুমু খান; এবার হাজরে আসওয়াদকে আপনার বাঁ দিকে রেখে বলুন :

'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।'

অর্থ : 'আল্লাহর নামে শুরু, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।'

এবার ইরাকি কোনার দিকে হাঁটা শুরু করুন ও কাবাকে বাঁয়ে রেখে গোলাকারভাবে প্রদক্ষিণ করুন। হাঁটতে হাঁটতে যখন আপনি ইয়েমেনি কোনায় পৌঁছাবেন, তখন ডান হাত তুলুন এবং ইশারা করে হাতটি ইয়েমেনি কোনার দিকে বাড়ান এবং বলুন : **'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আজাবান্নার।'**

অর্থ : হে আল্লাহ, এ দুনিয়া ও পরকালে আমাদের কল্যাণ দান করো এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো। (সুরা বাকারা, আয়াত : ২০১)

রাসুল (সা.) ইয়েমেনি কোনা পার করার সময় ইয়েমেনি কোনা ছুঁতেন; আপনি দূর থেকে ইশারা করে হাত তুললেই হবে। এভাবে আপনি এরপর পৌঁছে যাবেন আবারও হাজরে আসওয়াদে। পূর্ণ হলো একটি চক্কর।

এবার আবারও দূর থেকে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, এবার দুই হাত তুলুন, হাতের তালু কাবার দিকে থাকবে, ঠিক যেমন নামাজের সময় হাত তোলা হয়; এবার বলুন : **'আল্লাহু আকবার।'** অর্থ : 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান।'

এবং আবার দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কাবাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। রুকনে ইয়েমেনিকে সম্ভব হলে শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করুন। চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

রুকনে ইয়েমেনি থেকে হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে **'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ, ওয়াকিনা আজাবান্নার। ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আবরার, ইয়া আজিজু, ইয়া গাফফার, ইয়া রাব্বাল আলামিন'** বলুন। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ করুন।

আবার হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে তৃতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করুন।

হাতে সাত দানার তসবিহ অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্কর ভুল হবে না।

এ সময় যে দোয়া, সুরা, আয়াত যা মনে আসে, তা দিয়ে দোয়া করবেন। কারণ, এটা দোয়া কবুলের সময়।

তবে প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের আরও একটি ভিন্ন কাজ করতে হবে, যেটাকে বলা হয় 'রমল'—যার অর্থ হলো বীরদর্পে একটু জোরে হাঁটা বা হালকা দৌড়ানো। এটি

পুরুষদের করতে হবে প্রথম তিনটি চক্করে; শেষের চারটি চক্করে এটি করতে হবে না, স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেই হবে। আর নারীদের রমল নেই।

মনে রাখবেন, তাওয়াফের সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে না। এ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়াও নেই। তবে আপনি যেকোনো সুরা পড়তে পারেন অথবা পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করতে পারেন। তাওয়াফের সময় যদি নামাজের জামাত শুরু হয়ে যায়, তাহলে তাওয়াফ রেখে জামাতে নামাজ আদায় করুন। তবে মনে রাখতে হবে কতগুলো চক্কর আপনি সম্পন্ন করেছিলেন। জামাতের পর বাকি চক্করগুলো শেষ করুন, এবার আবারও দূর থেকে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, দুই হাত তুলুন; বলুন : 'আল্লাহু আকবার' এবং আবার চক্কর শুরু করুন। চক্করের সংখ্যা ভুলে গেলে যেটা কম ও আপনি নিশ্চিত, সেখান থেকে শুরু করুন, চক্কর বেশি দেওয়া ভালো; কম নয়।

তাওয়াফ শেষ! আলহামদুলিল্লাহ।

তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয়

এবার মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে যেকোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করুন। যদি ভিড়ের জন্য জায়গা না পান, তাহলে মসজিদের ভেতরেও যেকোনো জায়গায় মাকামে ইব্রাহিম বরাবর পেছনে নামাজ আদায় করুন। তবে এই নামাজ জামাতে নয়, একা আদায় করুন। রাসুল (সা.) এই নামাজের প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে সুরা

কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে সুরা ইখলাস পড়তেন। (তিরমিজি : ৮৬৯)

সুরা কাফিরুন

কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরুন। লা আ'বুদু মা-তা'বুদুন। ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদুনা মা আ'বুদ। ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা-'আবাত্তুম, ওয়া লা আনতুম 'আ-বিদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দিনুকুম ওয়া লিয়া দিন।

সুরা ইখলাস

'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সমাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'

জমজমের পানি পান করুন

দুই রাকাত নামাজ শেষ। এরপর আপনি সাফা পাহাড়ের দিকে রাখা জমজম পানির কনটেইনারের কাছে যান এবং মন ভরে জমজমের পানি পান করুন। কনটেইনারের ওপর 'নট কোল্ড' বা 'কোল্ড' লেখা থাকবে, আর সঙ্গে ডিসপোজিবল গ্লাসও থাকবে। আপনার ইচ্ছেমতো যেটি ইচ্ছা পান করতে পারবেন, তবে প্রচণ্ড গরমে ঠান্ডা জমজমের পানি পান করে অনেকেই অসুস্থ হয়ে যান। তাই 'নট কোল্ড' খাওয়াই ভালো। মনে রাখবেন, এটি দোয়া কবুলের সময়। তাই জমজমের পানি খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলুন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। পরবর্তী কাজ সাঈ।

সাঈ বা সাতটি দৌড়

সাফা ও মারওয়া দুটি পাহাড়ের নাম। সাফা থেকে মারওয়ার দূরত্ব ৪৯২ গজ বা ১৪৭৬ ফুট। আর এই সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একটি ধাপ, আর মারওয়া থেকে সাফা দ্বিতীয় ধাপ। এভাবে আপনাকে সাতটি ধাপ হাঁটতে হবে কিছু নিয়ম মেনে। কাবার পাশে শিশু ইসমাইল (আ.) পানির জন্য কাঁদছিলেন আর মা হাজেরা (আ.) একবার সাফা পাহাড়ে ছুটছিলেন, আবার মারওয়া পাহাড়ে ছুটছিলেন।

সাঈ শুরুর আগে সাফা পাহাড়ের কাছে এলে এই দোয়া একবার জোরে পড়ুন—

"ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহ, আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি।"

অর্থ : 'নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৮)। যেভাবে আল্লাহ বলেছিলেন, আমি সেভাবেই শুরু করলাম।'

এবার সেখান থেকে কাবার দিকে ঘুরুন এবং কাবা দেখার চেষ্টা করুন। এবার পরপর তিনবার নিচের দোয়াটি পড়ুন—

> **‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুল্‌ক ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।’**
> অর্থ : ‘এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য আর কেউ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। সব রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

এরপর দুই হাত উঠিয়ে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে যা খুশি দোয়ার মাধ্যমে চান। এবার সাফা থেকে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছান। তবে দুই পাহাড়ের মধ্যে কিছু অংশে সবুজ আলো চিহ্নিত আছে, সেখানে পুরুষেরা একটু জোরে হাঁটবেন বা হালকা দৌড়াবেন। এটি প্রতিবার করতে হবে পুরুষদের; নারীদের এটি করার প্রয়োজন নেই। মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছালে আবার কাবার দিকে মুখ করুন (এবার হয়তো কাবাকে দেখতে পারবেন না)। এ সময় দোয়া পড়ুন—**‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুল্‌ক ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।’** এরপর দুই হাত উঠিয়ে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে মনের সব নেক দোয়া করে ফেলুন। তারপর আবার সাফার দিকে—ঠিক এভাবে সাতটি ধাপ পূর্ণ করুন।

মনে রাখবেন

- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার প্রয়োজন নেই।
- সাঈ সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। সাফা থেকে মারওয়া প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৌড় (মারওয়াতে ১, ৩, ৫, ৭ নম্বর দৌড়)
- সাঈর সময় যদি নামাজের জামাত শুরু হয়ে যায়, তাহলে সাঈ থামিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করতে হবে। তবে কতগুলো ধাপ আপনি সম্পন্ন করেছিলেন তা মনে রাখবেন। জামাতের পর বাকি ধাপগুলো শেষ করুন।
- সাঈর সময় অজু ভেঙে গেলে আবার অজু করার দরকার নেই। সাঈর জন্য অজু জরুরি নয়। তবে অজু থাকা ভালো।
- নিচতলায় ভিড় থাকলে, সাঈ করতে ওপরে চলে যেতে পারেন।
- সাফা ও মারওয়ার মধ্যে যে অংশে জমজম কনটেইনার আছে, সেখান থেকে জমজমের পানি পান করতে পারেন। এ জায়গায় হাঁটার সময় সাবধান থাকবেন।
- ঋতুমতী নারীরা সাঈ করতে পারবেন, কিন্তু তাওয়াফ করতে পারবেন না।

চুল ছাঁটা বা কাটা বা মুণ্ডন করার পর ওমরাহ শেষ হয়

মারওয়া পাহাড়ে সপ্তম ধাপ শেষ করে মাথার চুল ছাঁটলে বা কাটলে বা মুণ্ডন করলে আপনার ওমরাহ শেষ হবে। নারীরা মাথার চুলের যেকোনো অংশ থেকে অগ্রভাগের এক ইঞ্চির

মতো কাটবেন। পুরুষেরা চুল একেবারে ছোট করতে পারেন বা মুণ্ডন করতে পারেন। এ সময় অনেকেই কাঁচি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চুল কাটার জন্য। তাঁদের কাছে বা এখানে চুল ছাঁটার দরকার নেই। নারীরা হোটেলে যান, স্বামী বা মাহরাম বা অন্য কোনো নারী চুল কেটে দেবেন। পুরুষেরা নাপিতের কাছে গিয়ে এ কাজ করে নিন। ক্লক টাওয়ারের বেজমেন্ট ও নিচের ফ্লোরে অনেকগুলো সেলুন আছে।

চুল ছাঁটা শেষ, আলহামদু লিল্লাহ আপনার ওমরাহ শেষ। গোসল করুন, পরিষ্কার হোন, স্বাভাবিক কাপড় পরুন। এখন সুগন্ধি ব্যবহার এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলনও বৈধ।

অসুস্থ ও দুর্বলদের জন্য ইলেকট্রিক কার ও হুইলচেয়ার

মক্কার মসজিদুল হারামে হজ ও ওমরাহর সময় অসুস্থ, বয়স্ক বা শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করা কঠিন হতে পারে। তাঁদের জন্য মসজিদুল হারামে বিশেষ সেবা চালু আছে। ইলেকট্রিক কারের ভাড়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়। তাওয়াফ করার জন্য সাধারণত ১০০-৩০০ সৌদি রিয়াল এবং সাঈ করার জন্য ২০০-৫০০ সৌদি রিয়াল ভাড়া হয়ে থাকে। এ ভাড়া পরিবর্তনশীল। মসজিদুল হারামের বিভিন্ন গেটে, ফাহাদ গেট, কিং আবদুল আজিজ গেট ইত্যাদি স্থানে এই সেবা পাওয়া যায়। প্রয়োজনে হারামের কর্মচারীর কাছ থেকে এই সেবা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রিক কারের পাশাপাশি হুইলচেয়ারের ব্যবস্থাও আছে। হুইলচেয়ারের ভাড়া সাধারণত ৫০-১০০ সৌদি

রিয়াল। মসজিদুল হারামের দোতলায় এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের প্রবেশপথে ভাড়া দেওয়ার স্টেশন রয়েছে। হুইলচেয়ার নেওয়ার জন্য সরাসরি মসজিদুল হারামের হুইলচেয়ার স্টেশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে। হুইলচেয়ার নিজেরাই পরিচালনা করলে ফ্রিতে নিতে পারবেন।

ওমরাহযাত্রীদের জন্য কিছু পরামর্শ

গ্রীষ্মকালে মক্কার তাপমাত্রা সাধারণত ৩০ থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে। তাই বেশি করে পানি ও জুস পান করুন, যাতে আপনি সুস্থ থাকেন।

খাবারদাবার

মক্কা ও মদিনায় সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়। বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের খাবারের দোকান রয়েছে। একটু খুঁজে বের করে নিতে হবে, প্রয়োজনে বাঙালি ভাইদের সাহায্য নিন।

টাকা

ঢাকা থেকে সৌদি রিয়াল নিয়ে যাওয়া ভালো; পথে যেকোনো সময় কাজে লাগবে। না নিয়ে গেলেও মানি এক্সচেঞ্জ থেকে করে নিতে পারবেন।

সিমকার্ড

বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিমকার্ড কিনে নিলেই ভালো। তবে বাংলাদেশি সিম বিমানে ওঠার আগেই রোমিং করে নিলে নতুন করে আর কিনতে হবে না। আর হোটেলে ওয়াই-ফাই

থাকে, সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, সৌদি আরবে বেশির ভাগ সামাজিক যোগাযোগের অ্যাপ, যেমন হোয়াটসঅ্যাপ ও ভাইবারের ভিডিও কল কাজ করে না।

ছয়টি আজান

মক্কায় আপনি ছয়টি আজান শুনতে পাবেন। শেষ রাতের প্রথম আজানটি আসলে তাহাজ্জুদের; তবে তাহাজ্জুদের নামাজে কোনো জামাত হয় না।

জানাজার নামাজ

মক্কায় প্রায় প্রতিটি জামাতের নামাজের পরেই জানাজা হয়। এগুলো আদায় করার চেষ্টা করুন।

মদিনায় যাওয়া

মদিনায় অবশ্যই যাবেন। মসজিদে নববিতে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করবেন প্রতি ওয়াক্ত। রিয়াজুল জান্নাহ্তে নামাজ আদায় করুন। রিয়াজুল জান্নাহ্তে প্রবেশ করতে আগেভাগে অনলাইনে বা নুসুক অ্যাপে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। রাসুল (সা.)-এর রওজায় ঢোকার সময় সেই কাগজ বা স্ক্রিনশট মোবাইলে দেখাতে হয়। এ ব্যাপারে আপনার এজেন্সির সহায়তা নিন। মসজিদে নববির পাশেই রয়েছে ‘জান্নাতুল বাকি’, বিখ্যাত কবরস্থান। এখানে নারীদের প্রবেশ নিষেধ। তাই নারীরা বাইরে থেকে দেখুন আর দোয়া করুন। এ ছাড়া মদিনায় রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও মসজিদ, সময় থাকলে ঘুরে আসুন।

মক্কার কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

জাবালে নুর

মক্কায় কাবা শরিফের কাছেই জাবালে নুর বা হেরা পর্বত। এ পর্বতে ওঠানামা বেশ কঠিন। প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়মিত এ পর্বতে ওঠানামা করতেন।

জাবালে রহমত

আরাফাতে রয়েছে জাবালে রহমত বা রহমতের পাহাড়। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) জাবালে রহমতের কাছে দাঁড়িয়ে বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন।

নামিরাহ মসজিদ

হজের দিন আরাফাতে নামিরাহ মসজিদ থেকে হজের খুতবা দেওয়া হয়। মসজিদটিতে ছয়টি মিনার তিনটি গম্বুজ এবং ১০টি প্রধান প্রবেশপথ রয়েছে।

জান্নাতুল মা'আলা

জান্নাতুল মা'আলা মসজিদুল হারামের পূর্ব দিকে অবস্থিত। মক্কার বিখ্যাত কবরস্থান। এখানে রয়েছে বিবি খাদিজা (রা.)-এর কবর।

মসজিদে জিন

জান্নাতুল মা'আলা কবরস্থানের কাছে মসজিদে জিন। সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়, জিনরা এখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে একাধিকবার এসেছেন।

মক্কা জাদুঘর

মক্কা উম্মুল জুদ এলাকায় কাবার গিলাফ তৈরির কারখানা। তার পাশে দুই মসজিদে ব্যবহৃত পুরোনো জিনিসপত্র দেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

মদিনা ও মসজিদে নববি

ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্রতম শহর মদিনা। ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিবিজড়িত প্রাণের শহর। একে বলে মদিনাতুন নবী বা নবীজির শহর এবং মদিনা আল মুনাওয়ারাহ বা আলোকিত শহর। মদিনা প্রদেশের রাজধানী এ শহর। ৬২২ সালে মুহাম্মদ (সা.) যেখানে মসজিদে নববি নির্মাণ শুরু করেন। নবীজি (সা.) চেয়েছিলেন এমন একটি মসজিদ বানাতে, যার সংলগ্ন জায়গায় তিনি পরিবার নিয়ে থাকতে পারবেন। সব গোত্রই তখন চাইতে লাগল জমি দিতে, কিন্তু তিনি কাউকে মনঃক্ষুণ্ন করতে চাইলেন না। তিনি বললেন, যে উটের পিঠে তিনি চড়ে আসবেন, সেটি যেখানে থামবে, সেখানেই হবে মসজিদ। দেখা গেল, উট যেখানে বসল, সেটি দুই এতিমের জায়গা। তখন নবীজি (সা.) আবু বকর (রা.)-কে বললেন তাদের জমির মূল্য পরিশোধ করে দিতে। এরপর তিনি মসজিদের নকশা করেন এবং বানানো শুরু করে দেন অন্য মুসলিমদের সহায়তা নিয়ে। মসজিদটি বানাতে যত দিন লেগেছিল, তত দিন তিনি সাহাবি আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রা.)-এর বাড়িতে থাকেন।

পবিত্র কোরআনের প্রায় অর্ধেক মদিনায় নাজিল হয়েছে। মদিনা আরও কয়েকটি নামে পরিচিত—ইয়াসরিব, তায়েবা, আল-আজরা, আল-মুবারাকাহ, আল-মুখতারাহ ইত্যাদি। মক্কা থেকে ২৯০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মদিনা, আর লোহিত সাগরের পাড় থেকে ৯০ মাইল পূর্বে।

মসজিদে নববি-সম্পর্কিত তথ্য

পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা দরজা ও নামাজের জায়গা রয়েছে। মসজিদে প্রবেশের প্রতিটি গেটে নিরাপত্তাকর্মী থাকেন। তাঁরা বড় আকারের ব্যাগ চেক করে থাকেন। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে ২২৯টি দরজা, ১৯৬টি স্থির ও চলমান গম্বুজ, ১০টি মিনার রয়েছে। মসজিদের প্রতিটি বড় প্রবেশ ফটকে নামাজের সময়সূচি টাঙানো আছে। মসজিদের চত্বরের চারপাশে ২৬২টি সানশেড বৈদ্যুতিক ছাতা রয়েছে। এসব ছাতা দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাতে বন্ধ থাকে। মসজিদের ভেতরে সব জায়গায় জমজম কূপের পানির কনটেইনার পাওয়া যায়। মসজিদের ভেতরে জুতা-স্যান্ডেল রাখার জন্য অসংখ্য শেলফ রয়েছে। পর্যাপ্ত চেয়ার, বুকশেলফ ও রেহাল আছে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা মসজিদের ভেতরে কাজ করেন। তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে। মসজিদের মধ্যে অনেক বইয়ের শেলফ রয়েছে। এসব শেলফ থেকে কোরআন শরিফ নিয়ে পড়তে পারেন। জান্নাতুল বাকি কবরস্থান ফজরের নামাজের পরে, বিকেলে আসরের নামাজের পরে জিয়ারতের জন্য খোলা থাকে। ঋতুভেদে সময় কিছুটা পরিবর্তন হয়। মসজিদে নববির চারপাশে কিছু মিউজিয়াম ও এক্সিবিশন হল আছে। এগুলো ঘুরে দেখতে পারেন।

মসজিদে নববির কয়েকজন ইমামের নাম

১. আবদুর রহমান আল হুযাইফি ২. সালাহ আল বুদাইর

৩. আবদুল্লাহ আল বুইজান ৪. আবদুল বারি আল তুবাইতি ৫. আহমেদ তালেব হামিদ ৬. আবদুল মুহসিন আল কাসিম।

মহানবী (সা.)-এর রওজা মোবারক

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.)-এর কক্ষেই রাসুল (সা.)-এর ওফাত হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মসজিদ সম্প্রসারণ করার পর বর্তমানে তাঁর কবর মোবারক মসজিদে নববির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। রাসুলে করিম (সা.)-এর রওজা মোবারকের পাশে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক (রা.)-এর কবর রয়েছে। আবু বকর (রা.)-এর রওজার কাছে দাঁড়িয়ে পাঠ করুন : **আসসালামু আলাইকা ইয়া খলিফাতা রাসুলিল্লাহি আবু বকর (রা.)**। এবার ডান দিকে সরে গিয়ে ওমর (রা.)-এর রওজা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে পাঠ করুন : **আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনিন ওমর ফারুক (রা.)**।

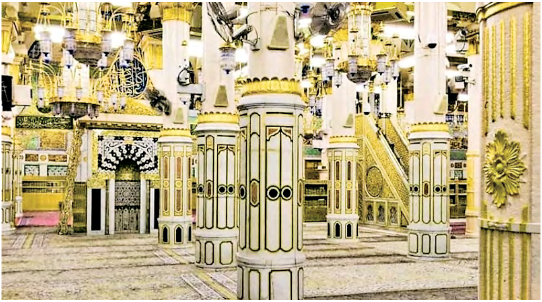

এই অংশটুকু রিয়াজুল জান্নাহ্ (বেহেশতের বাগান) নামে পরিচিত

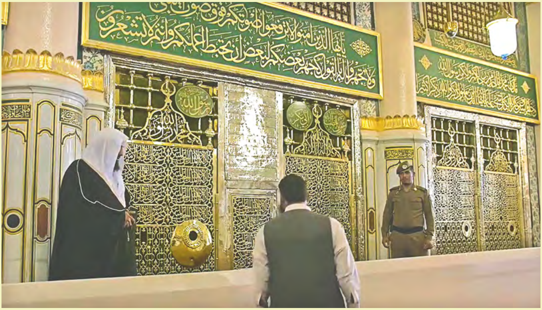

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক

সালাম পাঠ করুন

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে সালাম পেশ করতে হবে। সালাম এভাবে পাঠ করুন—

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবি ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনিবিন।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খালকিল্লাহ।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবিয়্যিন।

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন।

মদিনার ঐতিহাসিক স্থান

মদিনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখা যায়। ফজর নামাজের পর বের হলে সবকিছু ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। মসজিদে নববির সামনে ও শহরের অন্যান্য রাস্তায় চালকেরা 'জিয়ারা, জিয়ারা' বলে যাত্রীদের ডাকাডাকি করেন। জিয়ারা মানে 'ভ্রমণ'।

কয়েকজন মিলে গাড়ি ভাড়া করলে সুবিধা বেশি। এই জিয়ারা প্যাকেজে ওহুদ পাহাড়, মসজিদে কুবা ও মসজিদে কিবলাতাইন ঘুরে দেখা যায়। এতে জনপ্রতি ২০ থেকে ৫০ রিয়াল খরচ পড়ে। খন্দক আলাদাভাবে যেতে হয়। মদিনার দর্শনীয় স্থানগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

মসজিদে কিবলাতাইন : মসজিদে কিবলাতাইন হলো দুই কিবলার মসজিদ। 'কিবলাতাইন' শব্দের অর্থ হলো দুটি কিবলা। সাহাবিদের নিয়ে এখানে রাসুল (সা.) নামাজ আদায়ের সময় কিবলা পরিবর্তনের ওহি নাজিল হয়। এ সময় ওহি পাওয়ার পর নামাজের মধ্যে আল-আকসা থেকে মুখ ঘুরিয়ে কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করেন। এ জন্য এই মসজিদের নাম কিবলাতাইন। ভেতরে মূল অংশ অক্ষত রেখে চারদিকে দালান করে মসজিদ বাড়ানো হয়েছে।

ওহুদ পাহাড় : ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় এই পাহাড় ঘিরে। দুই মাথাওয়ালা একটি পাহাড়, মাঝখানে একটু নিচু। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ হয়। ওহুদ পাহাড় মদিনার সাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরে উত্তরে অবস্থিত। পাথরের

এই পাহাড়ের উচ্চতা ৩৫০ মিটার। পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পাহাড়টির প্রস্থ ১০০ থেকে ৩০০ মিটার। ওহুদ শব্দের অর্থ এক বা একক। এটি অন্যান্য পাহাড় থেকে স্বতন্ত্র ও একক বলে ওহুদ নামকরণ করা হয়েছে। পাহাড়টি মূল্যবান পাথরে সমৃদ্ধ। পাহাড়ের পূর্বে বিমানবন্দর রোড ও পশ্চিমে আল-উজুন গ্রাম।

মসজিদে গামামাহ : গামামাহ শব্দের অর্থ বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্য মহানবী (সা.) এখানে নামাজ আদায় করেছেন। তাই মসজিদটির নাম রাখা হয় গামামাহ মসজিদ। তিনি এখানে প্রথম ঈদের নামাজ আদায় করেন। একে ঈদগাহের মসজিদও বলে।

খন্দক : আরব ও ইহুদি গোত্রগুলো সম্মিলিতভাবে মদিনা অবরোধ করে, তাই একে আহজাবের যুদ্ধও বলা হয়। আহজাব মানে অনেক দল। তবে এটি খন্দকের যুদ্ধ নামে বেশি পরিচিত। খন্দক অর্থ পরিখা। পরিখা খননের মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করার নতুন রণকৌশল ছিল এই যুদ্ধে। আত্মরক্ষার জন্য তখন মুসলমানরা মদিনার সব প্রবেশপথে পরিখা খনন করে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে।

বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স : মদিনা শহরে তাবুক সড়কে বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স। হজ শেষে হাজিরা বিমানবন্দর ও হজ টার্মিনাল দিয়ে দেশে ফেরার সময় তাঁদের হাতে উপহার হিসেবে পবিত্র কোরআন

দেওয়া হয়। এখান থেকে প্রতিবছর লাখ লাখ কপি কোরআন শরিফ ছাপা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অর্থ ও তাফসির মুদ্রণ, ভিডিও, সিডি আকারে প্রকাশ করা হয়। রয়েছে কোরআন গবেষণাকেন্দ্র, পাঠাগার। এখানে পবিত্র কোরআন বিনা মূল্যে বিলি করা হয়।

মসজিদে কুবায় হেঁটে যাওয়ার পথ

হাদিসে আছে, মসজিদে কুবায় দুই রাকাত নামাজ পড়লে একটি ওমরাহর সমান সওয়াব পাওয়া যায় । (তিরমিজি, হাদিস : ৩২৪)

মসজিদে নববির অদূরে বেলাল মসজিদের কাছে নতুন করে করা হয়েছে কুবা স্কয়ার। ৪৫ মিনিট হেঁটে সরাসরি কুবা মসজিদে যাওয়া যায়। যাঁরা হেঁটে যাবেন না, তাঁরা ব্যাটারিচালিত গাড়িতে করে ১০ রিয়ালে পৌঁছাতে পারেন।

মসজিদে কুবা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম নির্মিত মসজিদ। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় মদিনার অদূরে কুবাপল্লিতে মসজিদটি নির্মাণ করেন। (সুরা তওবা, আয়াত : ১০৮) এই মসজিদের নির্মাণকাজে সাহাবাদের সঙ্গে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) অংশগ্রহণ করেন।

কুবা মসজিদের জায়গাটি ছিল কুলসুম ইবনুল হিদম (রা.)-এর খেজুর শুকানোর পতিত জমি। তিনি ছিলেন আমর ইবনে আওফের গোত্রপতি। এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) ১৪ দিন (কেউ বলেন ১০ দিন) অবস্থান করেন ও তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কুবা মসজিদের দূরত্ব মসজিদে নববি থেকে ৫ কিলোমিটার। কুবা একটি

বিখ্যাত কূপের নাম। সময়ের পরিক্রমায় এ কূপকে কেন্দ্র করে যে জনবসতি গড়ে উঠেছে, তাকে কুবা বলা হতো। এরই সূত্রে মসজিদের নাম হয়ে যায় মসজিদে কুবা।

এই মসজিদ নির্মাণে একধরনের সাদা পাথর ব্যবহার করা হয়, যা অন্য কোনো মসজিদে সাধারণত দেখা যায় না।

মসজিদে কুবার বর্তমান আয়তন ১৩ হাজার ৫০০ বর্গমিটার। চারটি উঁচু মিনার, ছাদে ১টি বড় গম্বুজ ও ৫টি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ রয়েছে। এ ছাড়া ছাদের অন্য অংশে ৫৬টি ছোট গম্বুজের অবয়ব রয়েছে। এখানে ২০ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারেন।

মূল মসজিদ ছাড়া এখানে রয়েছে আবাসিক এলাকা, অফিস, অজুখানা, দোকান ও লাইব্রেরি। তবে মসজিদের মূল আকর্ষণ বিশাল গম্বুজ ও চার কোনায় চারটি উঁচু মিনার। মসজিদের চারদিকের সবুজ পামগাছের বলয় মসজিদটিকে বাড়তি সৌন্দর্য দিয়েছে।

মসজিদটি দেখতে প্রতিদিন অনেক মানুষ আসেন। মসজিদে নারী-পুরুষদের নামাজের জায়গা ও প্রবেশপথ আলাদা। অজুর জায়গাও আলাদা। সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মসজিদের ভেতরের কারুকাজও বেশ মনোমুগ্ধকর।

জানাজার নামাজ

হজ-ওমরাহ পালনকারী ও স্থানীয় কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তাঁদের জানাজা মক্কা ও মদিনায় অনুষ্ঠিত হয়। এ জন্য অবশ্যই জানাজার নিয়ম জানা উচিত।

জানাজার নামাজের ফরজ ৩টি: ১. নিয়ত করা ২. দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা ৩. চার তাকবির বলা।

জানাজার নামাজের সুন্নত ৩টি: ১. প্রথম তাকবিরের পর সানা ২. দ্বিতীয় তাকবিরের পর দরুদ শরিফ পাঠ করা ৩. তারপর তৃতীয় তাকবিরের পর দোয়া পড়বেন। এরপর চতুর্থ তাকবির দিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

সংক্ষেপে জানাজার নিয়ম হলো মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে তাঁর ক্ষমার উদ্দেশ্যে সবাই একত্র হয়ে দাঁড়াবেন। চারবার 'আল্লাহু আকবার' তাকবির বলবেন।

জানাজার নিয়ত : আরবিতে নিয়ত জানা না থাকলে মনে মনে এ নিয়ত করবেন: 'আমি জানাজার ফরজে কেফায়া নামাজ চার তাকবিরসহ এই ইমামের পেছনে কিবলামুখী হয়ে আদায়ের নিয়ত করছি।'

এরপর কান পর্যন্ত হাত ওঠাবেন এবং তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবর) বলতে হবে। এরপর সানা পড়তে হবে।

এরপর (দ্বিতীয়) তাকবির বলে দরুদ পাঠ করবেন। এই তাকবিরে হাত ওঠাবেন না।

জানাজার দোয়া : তারপর তৃতীয় তাকবির বলে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন। তখনো হাত ওঠাবেন না। তারপর চতুর্থ তাকবির বলবেন। তখনো হাত ওঠাবেন না। এরপর ডান ও বাঁ দিকে সালাম ফেরাবেন।

ইমাম তাকবির উচ্চ স্বরে বলবেন এবং বাকি দোয়া-দরুদ

অনুচ্চ স্বরে পড়বেন। মুক্তাদিরা সবাই অনুচ্চ স্বরে তাকবির ও দোয়া-দরুদ পড়বেন।

সফল ওমরাহর জন্য চাই প্রস্তুতি

ওমরাহে যাওয়ার জন্য মেয়াদযুক্ত পাসপোর্ট দরকার। পাসপোর্ট থাকলে দেখে নিন, পর্যাপ্ত মেয়াদ আছে কি না। মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ ঠিক করে নিন। আর যদি পাসপোর্টই না থাকে, তাহলে দ্রুত পাসপোর্ট করুন। ঘরে বসে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যায়। **www.epassport.gov.bd** এই ঠিকানায় অনলাইনে আবেদন করুন।

এজেন্সির সঙ্গে যাবেন, নাকি একা

বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ মানুষ এজেন্সির মাধ্যমে ওমরাহ করতে যান। ভিসা, টিকিট, হোটেল বুকিং, খাবারসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য যাচাই করে বুঝেশুনে নির্ভরযোগ্য ও সেবাদানকারী মানসিকতাসম্পন্ন এজেন্সি নির্বাচন করুন। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও আস্থাভাজন মোয়াল্লেম ও আগে ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করুন। এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি হলে তারা ওমরাহ সফরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা (ভিসা, বিমানের টিকিট, হোটেল বুকিং ও খাবার) করে দেবে।

এজেন্সি ছাড়া একা গেলে নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। যাঁদের আগে কোনো দেশে ভ্রমণ কিংবা ওমরাহর অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের জন্য একা সফর কষ্টসাধ্য। আর বিধিবিধান জানা না থাকলে ওমরাহর কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে

সমস্যা হয়। তাই এজেন্সির মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে অভিজ্ঞ আলেম বা মোয়াল্লেমের সঙ্গে ওমরাহে যাওয়া উত্তম। এ ক্ষেত্রে খরচও কম হয় এবং বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়।

ভিসা, টিকিট, হোটেল ও খাবার

বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্ন করে এজেন্সির কাছে পাসপোর্ট জমা দিন এবং ভিসা ও বিমানের টিকিট নিশ্চিত করুন। যাওয়া ও ফিরে আসার তারিখ নিশ্চিত করাসহ কোন বিমানে যাচ্ছেন, ফ্লাইট কি সরাসরি নাকি ট্রানজিট, মক্কা-মদিনায় কোন হোটেলে থাকবেন, হোটেল কতটুকু দূরে অবস্থিত, কীভাবে থাকবেন, প্রতিটি রুমে কতজন থাকবেন, কত বেলা খাবার পরিবেশন করা হবে, কোন বেলায় কী খাবার দেওয়া হবে, মক্কা-মদিনার জিয়ারতে কোন কোন স্থান দেখানো হবে—সবকিছু ভালোভাবে জেনে নিন। পাশাপাশি এজেন্সিকে দেওয়া টাকা লেনদেনের রসিদ গ্রহণ করুন।

উত্তম সফরসঙ্গী নির্বাচন

ওমরাহ সফরে যোগ্য আলেম ও সফরসঙ্গী নির্বাচন করা জরুরি। একাধিকবার ওমরাহর সফরকারী অভিজ্ঞ, ভালো ও পরহেজগার আলেম হলে সবচেয়ে উত্তম।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন

ওমরাহর বিধিবিধান ও নিয়মকানুন শুধু বই পড়ে বা শুনে হয় না। এ জন্য সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি।

প্রয়োজনীয় পড়াশোনা

ওমরাহর গুরুত্ব, বিধিনিষেধ ও পালনের নিয়মকানুনসহ পুরো ওমরাহ সফরটি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতে হবে। তাই এ-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পড়ুন ও জানুন। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পড়াশোনা করে নিজেকে ঠিকমতো প্রস্তুত করে নিন।

স্বাস্থ্য পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রসঙ্গ

ওমরাহে যাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিন। সৌদি আরবে নিজস্ব চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ওষুধ বিক্রি করা হয় না। সুতরাং সফরে যত দিন থাকবেন, তত দিনের চেয়ে অতিরিক্ত ওষুধ দেশ থেকেই নিয়ে নিন।

আগে মক্কা, নাকি মদিনা

ঢাকা থেকে আগে জেদ্দা হয়ে মক্কায় যাবেন, নাকি আগে মদিনায় যাবেন, তা জেনে নিন। সফর যদি আগে মদিনায় হয়, তাহলে ঢাকা থেকে স্বাভাবিক পোশাকে সফর করুন। মদিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় মিকাত থেকে ইহরাম করুন। আর যদি সরাসরি জেদ্দা হয়ে মক্কায় হয়, তাহলে বাসা থেকে কিংবা বিমানবন্দরে বা ট্রানজিট দেশে অথবা মিকাতের আগে বিমানে ইহরামের নিয়ত করুন।

ওমরাহর জন্য বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করবেন যেভাবে

যা যা প্রয়োজন

ই-মেইল ■ পাসপোর্টের তথ্য ■ মুখমণ্ডলের ছবি ■ হাতের সব আঙুলের ছাপ

তিন ধাপে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন

ধাপ-১

প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে Saudi Visa Bio অ্যাপটি ইনস্টল করুন।

ধাপ-২

১. মেনুবার থেকে ভাষা নির্বাচন করুন

২. ‘স্টার্ট সেলফ এনরোলমেন্ট’ অপশনে ক্লিক করুন

৩. ‘বিফোর ইউ স্টার্ট’ অপশনে ক্লিক করুন

৪. ‘ইয়োর ডেটা অ্যান্ড সিকিউরিটি’ অপশনে টিক মার্ক দিন

৫. ‘স্টার্ট সেলফ এনরোলমেন্ট’ অপশনে ক্লিক করুন

৬. আপনার মোবাইলে ওপেন থাকা ই-মেইল ঠিকানাটি লিখুন

৭. ‘সেন্ড ই-মেইল’ অপশনে ক্লিক করুন

৮. আপনার জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করুন

৯. Mofabioapp থেকে আসা মেইলে ‘ক্লিক শেয়ার টু ভেরিফাই’ ক্লিক করুন

১০. এবার আপনার দেশ ও শহরের তথ্য দিন

ধাপ-৩

‘স্ক্যান পাসপোর্ট’ অপশনে ক্লিক করে পাসপোর্টের ছবি তুলুন।
[লাইটের আলো এড়িয়ে পাসপোর্টের ছবি তুলুন।]

মুঠোফোনে গোল আকৃতির বৃত্তের মধ্যে আপনার মুখমণ্ডল বসিয়ে ছবি তুলুন

আঙুলের ছাপ দিন।
[প্রথমে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল, এরপর বাঁ হাতের বাকি চার আঙুলের ছবি তোলার মতো করে ছাপ দিন। একইভাবে ডান হাতেরও।]

ই-মেইলে Mofabioapp অ্যাপ থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করা হবে

রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ ই-মেইল সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে প্রদান করুন এবং ভিসা করতে দিন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা বারবার হজ ও ওমরাহ আদায় করো। কেননা, এ দুটি দারিদ্র্য ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে কামারের হাপর লোহা ও সোনা-রুপার ময়লাকে দূর করে।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৮১০)

গাইডটি বিক্রির জন্য নয়

২০২৬ সালে ওমরাহ গাইড ছাপা হলো
৫০ হাজার কপি

প্রথম আলো

প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
www.prothomalo.com/religion/islam

২য় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৬